দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 APR 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

চার বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার

এসএসসি পরীক্ষা ঃ ৯০ দিনের মধ্যে ফল বের হবে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল একযোগে প্রকাশ করার সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ বি এম মিজানুর রহমান জানান, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫২টি কম্পিউটার ও ৪৮টি অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর) ক্রয় করে ধানমন্ডি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলের কয়েকটি কক্ষে এই সেল স্থাপন করা হয়েছে। এই কম্পিউটার সেলে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের ৩ জন করে স্থায়ী কম্পিউটার প্রকৌশলী, ৬ জন অস্থায়ী কম্পিউটার এক্সপার্টসহ ২০ জন করে অভিজ্ঞ অপারেটর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই সেলের সমন্বয়কারীর দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব অমিয় কান্তি মুৎসুদ্দি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর লতিফুর রহমান।

আরও জানা গেছে, পরীক্ষার হলে উত্তরপত্রে কম্পিউটারে করা ছক পূরণে পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য প্রায় তিন লাখ শিক্ষককে (যারা ইনভিজেলেটরের দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরে খাতা দেখবেন) ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর সংবলিত উত্তরপত্রের ছকটি কম্পিউটার সেন্টারে এবং উত্তরপত্র

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা ঃ ৯০ দিনের মধ্যে ফল বের হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডে ডাক জীবন বীমার মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্যও হল সুপারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই প্রথম বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। এখন থেকে ফল প্রকাশের ব্যাপারে বুয়েটের আর কোন দায়িত্ব থাকবে না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর লতিফুর রহমান জানান, প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল প্রকাশের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। যেহেতু এবারই প্রথম, তাই খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। নির্ভুল হিসাবের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করতে পারলে এ দেশের শিক্ষা কার্যক্রমের এটা হবে আরও একধাপ অগ্রগতি।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম এ মজিদ বলেন, সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ফলেই কেন্দ্রীয়ভাবে ফল প্রকাশের এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্সপার্ট লোকজন নিয়োগ করা হয়েছে। কোন সমস্যা দেখা দিবে না বলে তিনি আশা করেন।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর হাসান ওয়ায়েজ জানান, প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল প্রকাশের উদ্যোগ একটি নতুন যুগের সূচনা। মাত্র ৯০ দিনে ফল প্রকাশ করতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে।

রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম বলেন, বুয়েটের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বোর্ডের মাধ্যমে ফল প্রকাশের এই যৌথ সিদ্ধান্ত খুবই ফলপ্রসূ হবে। দ্রুত, নির্ভুল ফল প্রকাশে সকল মহলকেই উৎসাহ যোগাবে।

সফলতার সঙ্গে এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারলে এই কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে এইচএসসি পরীক্ষারও ফল প্রকাশ করা হবে। পরবর্তীতে ৪ বোর্ডে পৃথক কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে। সমস্ত ব্যবস্থা মনিটর করার জন্যও পৃথক লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

বুয়েটের কম্পিউটার কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ প্রফেসর মজিবুর রহমান বলেন, তার পরামর্শ মোতাবেকই বোর্ডের এই পৃথক কম্পিউটার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দেয়ার কথা নয়।

উল্লেখ্য, আগামী ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডে একযোগে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। ৪ বোর্ডের ৭৫৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭ লাখ ৮৯ হাজার ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। তার মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১৯৯টি কেন্দ্রে দুই লাখ ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী, কুমিল্লা বোর্ডের ২১২টি কেন্দ্রে এক লাখ ৯০ হাজার, রাজশাহী বোর্ডের ১৮৮টি কেন্দ্রে এক লাখ ৯৮ হাজার ও যশোর বোর্ডের ১৫৫টি কেন্দ্রে এক লাখ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবে। সময়সূচী অনুযায়ী ৯মে পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। ভুয়া কাগজপত্রের জন্য যশোর বোর্ডের ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। তারা এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে না বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর বুয়েটের মাধ্যমে কম্পিউটারে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উত্তরপত্রের ছক পূরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকদের ভুলত্রুটির জন্য তিনবার সংশোধিত ও স্থগিত ফল প্রকাশ করা হয়। এর ফলে মেধা তালিকারও বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। মাত্র দু মাস সময় বেঁধে দেয়ায় ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকেই তাদের খাতা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাননি। বহু মেধাবী ও বরাবর ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীর ফলাফল ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এতে অনেকের মনেই এই কম্পিউটারে ফল প্রকাশের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অতীতে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এ বছর তার পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।